সাধারণ
জ্ঞান
(চতুর্থ ভাগ)
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সাধারণ জ্ঞান

(চতুর্থ ভাগ)

গবেষণা বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-৯৭
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

المعارف العامة (الجزء الرابع)

تأليف : قسم البحوث

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশ কাল
মুহাররম ১৪৪১ হিঃ
আশ্বিন ১৪২৬ বাং
সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

General Knowledge (Fourth Part) by **Department of Research**. Published by **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770800900 E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

প্রকাশকের কথা

সন্তান-সন্ততি মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এবং তাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা একজন অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আমরা মুসলিম। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। আর ইবাদতের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথেও প্রয়োজন নানামাত্রিক জ্ঞান। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোট্ট সোনামণিদেরকে মৌলিক জ্ঞানের বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর গবেষণা বিভাগ থেকে পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। এতে প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের বিষয়াদির সাথে ইসলামী আক্বীদা ও আমল সংক্রান্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। এটি বিভিন্ন মাদ্রাসা ও ইসলামী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য উপযোগী করে প্রণীত।

আশা করি পুস্তিকাটি ছোট্ট সোনামণিদের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পথে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে। পুস্তিকাটি রচনা ও পরিমার্জনায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে কবূল করুন-আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম

পাঠ-১ : আক্বীদা

১. নবী ও রাসূলগণ কি মা‘ছুম (নিষ্পাপ)?

উত্তর : নবী ও রাসূলগণ নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে ও পরে স্বেচ্ছাকৃত যাবতীয় ছগীরা ও কবীরা গোনাহ হ’তে মা‘ছূম ছিলেন।

২. আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ কি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন?

উত্তর : তাক্বদীর তথা হায়াত-মউত, রিযিক, জান্নাতী বা জাহান্নামী এই প্রধান চারটি বিষয় সহ মানুষের সমগ্র জীবনের ভালমন্দ কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৩. তাক্বদীর কি পরিবর্তনযোগ্য?

উত্তর : না। তাক্বদীর অকাট্য ও অলংঘনীয়।

৪. তাক্বদীরের লিখন কি মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব?

উত্তর : তাক্বদীরের লিখন কোন মাখলূক বা সৃষ্টির পক্ষে জানা সম্ভব নয় *(আন‘আম ৬/৫৯)*।

৫. তাক্বদীরের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে মুসলিম উম্মাহ মৌলিকভাবে কয়টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে?

উত্তর : দু’টি দলে। জাবরিয়া ও কাদারিয়া।

৬. জাবরিয়া বা অদৃষ্টবাদী কারা?

উত্তর : যারা নিজেদেরকে ইচ্ছাশক্তিহীন জড় পদার্থ মনে করে এবং নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে তাক্বদীরের লিখন বলে বিশ্বাস করে।

৭. ক্বাদারিয়া কারা?

উত্তর : যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে ও নিজেদেরকে স্ব স্ব ভাগ্য বিধায়ক মনে করে।

৮. ‘মানুষ তা-ই পায় যা সে করে’ কোথায় বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : সূরা নাজম *(৫৩/৩৯)*।

৯. ঈমানের ব্যাপারে মু‘তাযিলাদের মত কি?

উত্তর : কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফিরও নয়; বরং মুমিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী স্থানে। আর সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তবে তার শাস্তি কিছুটা হালকা হবে।

১০. আল্লাহ্র দয়া ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারে কি?

উত্তর : না; আল্লাহ্র দয়া ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারে না *(ইউনুস ১০/১০০; মুসলিম হা/১৪৩)*।

১১. আমল বিহীন ঈমানে কোন কল্যাণ আছে কি?

উত্তর : না; আমল বিহীন ঈমানে কোন কল্যাণ নেই। কেননা আমলবিহীন ঈমান কুফরীর সমতুল্য *(আনকাবূত ২৯/২)*।

১২. হানাফী মাযহাবের মতে ‘আমল’ কি ‘ঈমানে’র অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : না; বরং তারা আমলকে ‘ঈমানের বাস্তব পদ্ধতি’ বলে মনে করে।

১৩. যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে তার পরিণতি কি হবে?

উত্তর : তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(মায়েদাহ ৫/৫)*।

১৪. মুমিনদের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে *(তওবা ৯/৭১)*।

১৫. ফের্কাবন্দীর ইতিহাসে প্রধান ভ্রান্ত ফের্কা কোনটি?

উত্তর : খারেজী।

১৬. রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় আল্লাহ্র সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট কারা?

উত্তর : খারেজীরা।

১৭. রাসূল (ছাঃ) খারেজীদেরকে কার সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর : জাহান্নামের কুকুরের সাথে *(মুসলিম হা/২৪৬৬)*।

১৮. গোনাহগার মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করা ওয়াজিব বলে কারা আক্বীদা পোষণ করে?

উত্তর : খারেজীরা। যা সঠিক নয়।

১৯. কোন চরমপন্থী ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক গণীমত বণ্টনে সন্দেহ করেছিল?

উত্তর : যুল খুওয়ায়রিছ *(বুখারী হা/৭৪৩২)*।

২০. ইসলামী শরী'আতে কয় শ্রেণীর ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা হয়েছে?

উত্তর : পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তিকে (১) মুশরিক *(বাইয়্যেনাহ ৯৮/৬)* ২. কাফির *(বাক্বারাহ ২/৩৯)* ৩. মুনাফিক্ব *(তওবা ৯/৬৮)* ৪. মুরতাদ *(বাক্বারাহ ২/২১৭)* ৫. আহলে কিতাবসহ অন্যান্য অমুসলিমগণ *(মুসলিম হা/৪০৩)।*

২১. আল্লাহ্র সৃষ্টিকর্তা কে এবং কোথা থেকে তিনি আসলেন? এরূপ প্রশ্ন করা যাবে কি?

উত্তর : না; এরূপ প্রশ্ন করা যাবে না। এগুলো শয়তানী কুমন্ত্রণা মাত্র। এ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতে হবে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৫)*।

২২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি মি'রাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছিলেন?

উত্তর : না, বরং তিনি জিব্রীল (আঃ)-কে দেখেছিলেন *(নাজম ৫৩/১৩; মুসলিম হা/৪৫৭)*।

২৩. প্রশ্ন : মুরতাদ কে?

উত্তর : যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মহীন হয়ে গেছে সে মুরতাদ।

২৪. মুসলিম উম্মাহ আক্বীদার দিক দিয়ে কত দলে বিভক্ত হবে?

উত্তর : ৭৩টি দল বা ফের্কায় *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১-১৭২)*।

২৫. ৭৩টি ফের্কার মধ্যে কয়টি জাহান্নামী ও জান্নাতী?

উত্তর : ৭২টি জাহান্নামী ও ১টি জান্নাতী।

২৬. নূর মুহাম্মাদ, নূরুন্নবী, নূর আহমাদ ইত্যাদি নাম কি সঠিক?

উত্তর : সমাজে প্রচলিত নূর মুহাম্মাদ, নূরুন্নবী, নূর আহমাদ ইত্যাদি নাম সঠিক নয়। তাই এগুলো পরিবর্তন করতে হবে।

পাঠ-২ : তাওহীদ

১. 'তুমি জেনে রেখ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' কোথায় বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : সূরা মুহাম্মাদের ১৯ আয়াতে।

২. ঈমান আনার পরেও মুশরিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে কখন?

উত্তর : অহি'র বিধানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ব্যতীত *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

৩. বর্তমানে হিন্দুরা আল্লাহকে কি নামে ডাকে?

উত্তর : ঈশ্বর, ভগবান।

৪. খ্রিষ্টানরা কি নামে আল্লাহকে ডাকে?

উত্তর : গড।

৫. মুসলমানদের কেউ কেউ মৃত বুযর্গকে কি নামে ডাকে ও তার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে?

উত্তর : 'গাওছুল আযম' (মহান ত্রাতা) 'মুশকিল কুশা' (বিপদ দূরকারী), দস্তগীর ইত্যাদি।

৬. ইলাহ কাকে বলা হয়?

উত্তর : ইলাহ সেই সত্তা যাঁর নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয় এবং যাঁকে ইবাদত করতে হয় মহব্বতের সাথে একনিষ্ঠভাবে ভীতিপূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে।

৭. ত্বাগূত কি?

উত্তর : আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে অন্য যার কাছ থেকেই ফায়ছালা নেওয়া হবে অথবা অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা হবে সেই হবে ত্বাগূত।

৮. আল্লাহ পাক নবীগণকে কেন পাঠিয়েছেন?

উত্তর : মানুষের সার্বিক জীবনের সকল প্রকার আনুগত্যকে ত্বাগূতমুক্ত করে স্রেফ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে খালেছ ও নিরংকুশ করার জন্য *(নাহল ১৬/৩৬)*।

৯. ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত আল্লাহ্র ইবাদত হাছিল হওয়া কি সম্ভব?

উত্তর : না। ত্বাগূতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা ব্যতীত আল্লাহ্র ইবাদত হাছিল হওয়া সম্ভব নয়।

১০. আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫২/৫৬)*।

১১. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহকে পরিচালনা করেন কে?

উত্তর : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তু একমাত্র আল্লাহই পরিচালনা করেন। এসব পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং নেই কোন সহযোগী *(সাবা ৩৪/২২)*।

১২. অলী-আওলিয়ারা কি গায়েবের খবর জানেন? তারা কি মৃতকে জীবিত করতে পারেন?

উত্তর : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউই জানে না *(আ'রাফ ৮/১৮৮; (জাছিয়াহ ৪৫/২৬)*। আরা তারা মৃতকে জীবিত করতে পারে না।

১৩. আল্লাহ্র অলী হওয়ার বিষয়টি কি শুধু কতিপয় মুমিনের সাথে নির্দিষ্ট নাকি সকল মুমিনের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য?

উত্তর : প্রত্যেক প্রকৃত মুমিন-মুত্তাক্বী ব্যক্তিই আল্লাহ্র অলী *(ইউনুস ১০/৬২-৬৩)*।

১৪. মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবেন কি?

উত্তর : হ্যাঁ, মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবেন *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

১৫. অলী-আউলিয়া কি ছগীরা ও কাবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত?

উত্তর : নবী-রাসূলগণ ছাড়া কোন অলী-আউলিয়া ছগীরা ও কাবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত নন।

১৬. ইসলামে ফির্কাবন্দীর মূল কারণ কি?

উত্তর : 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত' সম্পর্কে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি।

১৭. জাহমিয়া কারা?

উত্তর : যারা আল্লাহকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেন।

১৮. জাহমিয়ারা কার অনুসারী?

উত্তর : জাহ্‌ম বিন ছাফওয়ান সমরকন্দী (মৃ. ১২৮ হিঃ)।

১৯. মু‘তাযিলা কারা?

উত্তর : যারা আল্লাহকে গুণহীন সত্তা মনে করেন।

২০. মু‘তাযিলাগণ কার অনুসারী?

উত্তর : ওয়াছিল বিন আতা (৮০-১৩১ হিঃ)।

২১. মু‘তাযিলাগণ কয়টি উপদলে বিভক্ত?

উত্তর : ১২টি।

২২. আশ‘আরীগণ কার অনুসারী?

উত্তর : আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আল-আশ‘আরী (২৬০-৩২৪ হিঃ)। তবে ৩০০ হিজরীতে তিনি সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী হন। কিন্তু তাঁর অনুসারী দল পূর্বমতেই রয়ে গেছে।

২৩. কারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে বান্দার গুণাবলীর সদৃশ মনে করেন?

উত্তর : মুশাববিহাহ (সাদৃশ্যবাদী)।

২৪. জাহেলী যুগের আরবরা কিভাবে আল্লাহ্‌র নামকে বিকৃত করেছিল?

উত্তর : জাহেলী যুগের আবররা তাদের কিছু দেবদেবীর নাম আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ‘লাত’, আযীযের বদলে ‘উযযা’, মান্নানের বদলে মানাত রেখেছিল *(নাজম ৫৩/১৯-২৩)*।

২৫. মু‘তাযিলাগণ আল্লাহ্‌র হাত ও চেহারা দ্বারা কি অর্থ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : মু‘তাযিলাগণ আল্লাহ্‌র হাত অর্থ করেছেন কুদরত ও নে‘মত, আল্লাহ্‌র চেহারা অর্থ কেউ করেছেন আল্লাহ্‌র সত্তা, কেউ করেছেন কিবলা, কেউ করেছেন ছওয়াব ও বদলা এবং কেউ বলেছেন, এটা অতিরিক্ত।

পাঠ-৩ : শিরক

১. তাওহীদের বিপরীত কি?

উত্তর : শিরক।

২. ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ কি?

উত্তর : শিরক *(নিসা ৪/৪৮)*।

৩. কার জন্য জান্নাত হারাম?

উত্তর : মুশরিকের জন্য *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

৪. শিরক কত প্রকার?

উত্তর : শিরক প্রধানত পাঁচ প্রকার।

৫. পাঁচ প্রকার শিরক কি কি?

উত্তর : ১. জ্ঞানগত শিরক ২. ব্যবহারগত শিরক ৩. ইবাদতে শিরক ৪. অভ্যাসগত শিরক ও ৫. ভালবাসায় শিরক।

৬. জ্ঞানগত শিরক কি?

উত্তর : আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা, বিপদে-আপদে অন্য কোন অদৃশ্য সত্তাকে আহ্বান করা, অন্যের নামে যিকর করা ইত্যাদি।

৭. বিপদে কোন মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা কি?

উত্তর : শিরক।

৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে বিশ্বাস করা কি?

উত্তর : শিরক।

৯. বিপদে-আপদে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম স্মরণ করা বা অন্যের নামে তাসবীহ পাঠ করা কি?

উত্তর : শিরক।

১০. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে এরূপ ধারণা করা কি?

উত্তর : শিরক *(আন'আম ৬/৫৯)*।

১১. নবী, অলী ও পীর গায়েবের খবর জানেন কি?

উত্তর : না, তাঁরা কেউ গায়েবের খবর জানেন না।

১২. নবী, অলী ও পীর ছাহেবরা গায়েবের খবর জানেন এরূপ ধারণা করা কি?

উত্তর : শিরক।

১৩. জিন ও ফেরেশতারা গায়েবের খবর জানেন এরূপ ধারণা করা কি?

উত্তর : শিরক।

১৪. ব্যবহারগত শিরক কি?

উত্তর : সৃষ্টির পরিকল্পনা ও সৃষ্টিজগত পরিচালনায় অন্য কাউকে শরীক গণ্য করা।

১৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রূযীদাতা ও বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা কি?

উত্তর : শিরক।

১৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সন্তানদাতা ও আরোগ্যদাতা বলে ধারণা করা কি?

উত্তর : শিরক।

১৭. আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কেউ কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে কি?

উত্তর : না। আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কেউ কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না *(আন'আম ৬/১৭)*।

১৮. পরকালে পীর-আউলিয়াদের সুফারিশে মুক্তি পাওয়ার ধারণা করা কি?

উত্তর : স্পষ্ট শিরক।

১৯. গাওছুল আ'যম কোন শব্দ?

উত্তর : আরবী শব্দ।

২০. গাওছুল আ'যম অর্থ কি?

উত্তর : শ্রেষ্ঠ আশ্রয় দানকারী বা ফরিয়াদ শ্রবণকারী।

২১. গরীবে নেওয়াজ কোন শব্দ?

উত্তর : আরবী-ফার্সী মিশ্রিত শব্দ।

২২. গরীবে নেওয়াজ অর্থ কি?

উত্তর : গরীবের পালনকর্তা।

২৩. গাওছুল আযম, গরীবে নেওয়াজ এ ধরনের শব্দ মানুষের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : না, এটা শিরক।

২৪. নেক্কার মৃত লোকের কবরগুলোকে মাযার বা যিয়ারতের স্থল আখ্যা দিয়ে সেখানে প্রার্থনা করা কি?

উত্তর : স্পষ্ট শিরক।

২৫. মৃত ব্যক্তি কবরে জীবিত আছে এবং তিনিই গাওছুল আযম এমন ধারণা করা কি?

উত্তর : শিরক।

২৬. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও পরিচালনায় আউলিয়াগণ শরীক আছেন এমন ধারণা করা কি?

উত্তর : শিরক।

২৭. 'অলীদের মধ্যে একজন গাউছ, চারজন কুতুব, সাতজন আবদাল ও প্রত্যেক শহরে একজন করে নাজীব রয়েছেন। প্রতি রাত্রিতে হেরা গুহাতে এরা সমবেত হয়ে সৃষ্টিকুলের তাকদীর পর্যালোচনা করেন'। এমন ধারণা করা কি?

উত্তর : শিরক।

২৮. রাশিফল গণনা করা ও তার মাধ্যমে ভাগ্যগণনা করা কি?

উত্তর : শিরক।

২৯. ইবাদতে শিরক কি?

উত্তর : ইবাদত বা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা।

৩০. আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা কি?

উত্তর : শিরক।

৩১. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করা কি?

উত্তর : শিরক *(আলে ইমরান ৩/৩৫)*।

৩২. সৎ লোকদের মৃত্যুর পর তাদের দেহের আকৃতি কল্পনা করে মূর্তি বানিয়ে পূজা করা যাবে কি?

উত্তর : না, এটা স্পষ্ট শিরক।

৩৩. পাখি উড়িয়ে দিয়ে ডানে গেলে তাকে জাহেলী আরবরা কি মনে করত?

উত্তর : শুভ লক্ষণ।

৩৪. পাখি উড়িয়ে দিয়ে বামে গেলে তাকে জাহেলী আরবরা কি ধারণা করত?

উত্তর : অশুভ লক্ষণ *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৪৫৯২)*।

৩৫. বিভিন্ন নেক্কার ব্যক্তি ও পীর-আউলিয়াদের কবরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যাবে কি?

উত্তর : না, এটা শিরক।

৩৬. অভ্যাসগত শিরক কি?

উত্তর : মানুষের অভ্যাসবশতঃ শিরক যেমন- শিরকী কথা বলা, হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা ইত্যাদি।

৩৭. মুহাররম মাসে লাল কাপড় পরা ও বিয়ে-শাদী করা যাবে কি?

উত্তর : অবশ্যই যাবে। মুহাররম মাসে লাল কাপড় পরা ও বিয়ে-শাদী করা যাবে না, এরূপ ধারণা করা শিরক।

৩৮. পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীকে গোল আলু, রসগোল্লা বা ডিম খাওয়ানো যাবে না তাতে পরীক্ষায় সে গোল্লা পাবে- এরূপ ধারণা করা যাবে কি?

উত্তর : না, এরূপ ধারণা শিরক।

৩৯. উপরে আল্লাহ, আপনি হিল্লা বা মাধ্যম- এরূপ বলা কি?

উত্তর : শিরক।

৪০. গোলাম মুহাম্মাদ, গোলাম আহমাদ, গোলাম মুছতফা, গোলাম মুর্তযা, গোলাম রাসূল, আব্দুর রাসূল ইত্যাদি নাম রাখা যাবে কি?

উত্তর : না। এগুলো শিরকী নাম।

৪১. মাদার বখশ, নবী বখশ, পীর বখশ ইত্যাদি কোন ধরনের নাম?

উত্তর : শিরকী নাম।

৪২. আল্লাহ্‌র নাম বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে কসম করা যাবে কি?

উত্তর : না, এটা শিরক।

৪৩. অগ্নি শপথ, রক্ত শপথ, কারো মাথায় হাত রেখে শপথ কি?

উত্তর : শিরক।

৪৪. পীরের দরগায় তাকে খুশী করতে গরু, খাসী, মোরগ ইত্যাদি যবেহ করা কি?

উত্তর : শিরক।

৪৫. পীরের কবরের পাশে বা এলাকায় নিজের কবর হ'লে কবরের আযাব মাফ হবে এরূপ ধারণা কি?

উত্তর : শিরক।

৪৬. মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা যাবে কি?

উত্তর : না। এটা শিরক।

৪৭. শহীদ মিনার, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে পুষ্পাঞ্জলী ও শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ও সেখানে সিজদা করা কি?

উত্তর : শিরক।

৪৮. ভালবাসায় শিরক কি?

উত্তর : আল্লাহ্‌র ভালবাসার ঊর্ধ্বে তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিধানের ঊর্ধ্বে কোন বান্দাকে বা তার বিধানকে ভালবাসা ও তদনুযায়ী আমল করা।

৪৯. ভালবাসা কত প্রকার?

উত্তর : দু'প্রকার।

৫০. দু'প্রকার ভালবাসা কি কি?

উত্তর : স্বভাবজাত ভালবাসা ও দ্বীনী ভালবাসা।

৫১. স্বভাবজাত ভালবাসা কি?

উত্তর : মানুষের প্রকৃতিগত ভালবাসা যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা।

৫২. দ্বীনী ভালবাসা কি?

উত্তর : আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরকালীন স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে যে দৃঢ় বন্ধন ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

৫৩. স্বভাবজাত ভালবাসা ও দ্বীনী ভালবাসা-এর মধ্যে কোনটি অধিকতর দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী?

উত্তর : দ্বীনী ভালবাসা অধিকতর দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী।

৫৪. দ্বীনী ভালবাসার ব্যাপ্তি কতদূর?

উত্তর : দ্বীনী ভালবাসা স্থান-কাল-পাত্র এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে।

৫৫. দ্বীনী ভালবাসার স্বরূপ কেমন?

উত্তর : দ্বীনী ভালবাসা নিখাদ, নিরেট ও নিঃস্বার্থ।

৫৬. দ্বীনী ভালবাসা কেবল কার জন্য নিবেদিত?

উত্তর : আল্লাহ্‌র জন্য।

৫৭. দ্বীনী ভালবাসা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য একই আক্বীদা ও আমলের দু'জন মানুষের মধ্যে এই ভালবাসার বন্ধন আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়।

৫৮. ক্বিয়ামতের দিন মানুষ কার সঙ্গে থাকবে?

উত্তর : ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০০৮-৯)*।

৫৯. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপনকারীগণ কি ফল পাবে?

উত্তর : আল্লাহ্র ছায়ায় আশ্রয় পাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৬)*।

৬০. আল্লাহ্র ভালবাসার ঊর্ধ্বে কোন মুজতাহিদ ইমাম, মুফতী, পীর, অলী-আউলিয়া বা শাসনকর্তাকে ভালবাসা যাবে কি?

উত্তর : না, তাহ'লে শিরক হবে।

৬১. ঈমানদারগণ অন্যের ভালবাসার তুলনায় আল্লাহ্র ভালবাসায় কেমন?

উত্তর : অধিকতর দৃঢ় *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

৬২. 'মাযারে কিছু পয়সা দিয়ে পীর বাবাকে খুশী করতে পারলে গাড়ী এক্সিডেন্ট হবে না'- এ ধারণা কি ঠিক?

উত্তর : না। এটা স্পষ্ট শিরক।

৬৩. কলেরা বা অন্য কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ছেলে/মেয়ের মায়ের ধারণা 'অমুক দরগাহে মানত করলে তার সন্তান বেঁচে যাবে'। এটা কি?

উত্তর : শিরক।

৬৪. পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় যাওয়ার পূর্বে মাযারে গিয়ে ও খানকার ধুলা বা তাবার্রুক নিতে পারলে পাশের চিন্তা নেই- এরূপ ধারণা কি ঠিক?

উত্তর : না। এরূপ ধারণা স্পষ্ট শিরক।

৬৫. কবরে মসজিদ ও সৌধ নির্মাণ করা যাবে কি?

উত্তর : না। এরূপ করা শিরক।

৬৬. কবর পাকা করা ও সেখানে বাতি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : না। এগুলো হারাম।

৬৭. অসীলা অর্থ কি?

উত্তর : মাধ্যম।

৬৮. মৃত পীর-আউলিয়াদের কবরকে উদ্দেশ্য করে ওরস করা যাবে কি?

উত্তর : না। এরূপ কোন অনুষ্ঠান করার অনুমতি ইসলামী শরী'আতে নেই।

৬৯. কবরকে মূর্তি বানানো ও সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : না। এটা বড় ধরনের শিরক।

৭০. গুনাহের কর্মে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে কি?

উত্তর : না। পূরণ করতে হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮)*।

৭১. 'আমি আল্লাহ্‌র নামে অমুক দরগাহে খাসি মানত করলাম' এরূপ বলা যাবে কি?

উত্তর : না। এরূপ বলা শিরক।

৭২. মানতের ফলে তাকদীরের কোন ব্যতিক্রম ঘটে কি?

উত্তর : না। এর ফলে তাকদীরের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না; বরং কৃপণের কিছু মাল বের হয়ে যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪২৬)*।

৭৩. টুপিতে, মসজিদে এবং বিভিন্ন গাড়ী ও বাড়ীর মাথায় পাশাপাশি 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে কি?

উত্তর : না। এটা শিরক।

৭৪. 'আল্লাহ', 'মুহাম্মাদ' পাশাপাশি লেখা যাবে না কেন?

উত্তর : এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাশাপাশি রেখে সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যা শিরক।

৭৫. পাখি উড়িয়ে দিয়ে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা কি?

উত্তর : শিরক।

পাঠ-৪ : ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ

১. ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে কয়টি বড় আলামত প্রকাশ পাবে?

উত্তর : ১০টি।

২. সূর্য কখন পশ্চিম আকাশে উদিত হবে?

উত্তর : ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে যখন তাকে পূর্ব দিক হ'তে উদিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

৩. ক্বিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন কোন ফেরেশতা?

উত্তর : ইসরাফীল (আঃ)।

৪. শিঙ্গায় ফুঁকদানের পর আকাশের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : আকাশ বিদীর্ণ হবে।

৫. সেদিন মানুষের অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত।

৬. ঐ সময় নক্ষত্র সমূহ কেমন হবে?

উত্তর : ছিন্ন-ভিন্ন হবে।

৭. সেদিন পর্বতমালা কেমন হবে?

উত্তর : ধুনিত রঙিন পশমের মত।

৮. ক্বিয়ামতের সময় তারকারাজি কেমন হবে?

উত্তর : তারকারাজি নিভে যাবে।

৯. সেদিন যমীনের অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : যমীন প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হবে এবং ভূগর্ভস্থ সবকিছুকে সে বের করে দিবে।

১০. ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গায় কয়বার ফুঁক দিবেন?

উত্তর : দু'বার।

১১. প্রথম ফুঁকে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে?

উত্তর : প্রথম ফুঁকে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

১২. দ্বিতীয় ফুঁকে কি হবে?

উত্তর : দ্বিতীয় ফুঁকে সবার পুনর্জন্ম হবে ও আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযির হবে।

১৩. আদম (আঃ) হ'তে শুরু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ফিৎনা কি?

উত্তর : দাজ্জালের ফিৎনা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৯)*।

১৪. দাজ্জালের চোখ কেমন হবে?

উত্তর : তার ডান বা বাম এক চোখ কানা হবে এবং এক চোখ ফোলা আঙ্গুলের মত হবে।

১৫. দাজ্জাল কোথায় বিচরণ করবে?

উত্তর : মক্কা, মদীনা ব্যতীত সমগ্র দুনিয়ায়।

১৬. দাজ্জাল কি কাজ করবে?

উত্তর : সে অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখিয়ে সবাইকে কাফির বানাতে চেষ্টা করবে।

১৭. দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে কি লেখা থাকবে?

উত্তর : কাফের (كَافِرٌ), যা প্রত্যেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই পড়তে পারবে।

১৮. দাজ্জাল তার সাথে কি নিয়ে আসবে?

উত্তর : পানি ও আগুন নিয়ে বের হবে।

১৯. দাজ্জালের সঙ্গে থাকা বস্তু কি সঠিক হবে?

উত্তর : না, বরং বিপরীতটাই সঠিক হবে। অর্থাৎ দাজ্জালের সঙ্গে থাকা আগুন হবে পানি এবং পানি হবে আগুন।

২০. দাজ্জালের সঙ্গে থাকা জান্নাত ও জাহান্নাম কি সঠিক?

উত্তর : না, প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে থাকা জান্নাত হবে জাহান্নাম এবং জাহান্নাম হবে জান্নাত।

২১. দাজ্জাল কেমন চরিত্রের হবে?

উত্তর : সে হবে চরম মিথ্যাবাদী।

২২. দাজ্জাল কেমন চুল বিশিষ্ট হবে?

উত্তর : সে হবে যুবক এবং তার মাথার চুল হবে কোঁকড়ানো।

২৩. দাজ্জাল যমীনে কতদিন অবস্থান করবে?

উত্তর : ৪০ দিন।

২৪. দাজ্জালকে কে হত্যা করবে?

উত্তর : ঈসা (আঃ)।

২৫. দাজ্জালকে কোথায় হত্যা করা হবে?

উত্তর : 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসে'র নিকটবর্তী 'লুদ্দ' নামক শহরের নিকটে।

২৬. হাদীছের ভাষায় 'প্রতি যুগে যে হক্বপন্থী দলের অস্তিত্ব থাকবে' কিন্তু দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় তাদের অবস্থান কি হবে?

উত্তর : তারা জনপদ থেকে পালিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিবে।

২৭. ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দাজ্জালকে মুকাবিলা করতে কে আসবে?

উত্তর : একজন মর্দে মুজাহিদ বের হবেন এবং তিনি সরাসরি দাজ্জালকে চ্যালেঞ্জ করে তার প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াবাসীকে আহ্বান জানাবেন।

২৮. দাজ্জাল মানুষকে কিভাবে হত্যা করবে?

উত্তর : দাজ্জাল তাকে দু'টুকরা করে হত্যা করবে। অতঃপর আবার জীবিত করবে।

২৯. দাজ্জাল মানুষকে কিভাবে আগুনে নিক্ষেপ করবে?

উত্তর : দাজ্জাল তাকে হাত-পা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করবে, প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে।

৩০. দাজ্জালের হাতে নিহত ব্যক্তির পরিণতি কি হবে?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সবচাইতে বড় শহীদ গণ্য হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

৩১. ক্বিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)-কে কোথায় প্রেরণ করবেন?

উত্তর : দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের শ্বেত মিনারা হ'তে।

৩২. ঈসা (আঃ) কত বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন?

উত্তর : ৭ বছর।

৩৩. ঈসা (আঃ)-এর সময়ে পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : সে সময় মানুষের মাঝে এমন শান্তি বিরাজ করবে যে, দু'জন মানুষের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না।

৩৪. শূকর হত্যা করবেন কে?

উত্তর : ঈসা (আঃ) (কেননা তখন মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীতে কেউ থাকবে না)।

৩৫. ঈসা (আঃ)-এর শ্বাস-বায়ু কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে?

উত্তর : তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছবে।

৩৬. ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে কোন দিক হ'তে আগত শীতল বায়ুতে সকল মুমিন মৃত্যুবরণ করবে?

উত্তর : সিরিয়ার দিক হতে।

৩৭. মুমিনগণের মৃত্যুর পর কেমন লোক জীবিত থাকবে?

উত্তর : কেবল ফাসিক ও বদকার লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে।

৩৮. ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে বদকার লোকগুলোর চরিত্র কেমন হবে?

উত্তর : তারা অন্যায়কর্মে পাখিদের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন এবং খুন-খারাবীতে পশুর ন্যায় হিংস্র হবে। তারা গাধার ন্যায় পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

৩৯. ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে মানুষের ধর্মীয় অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : মানুষ পুনরায় মূর্তিপূজায় ফিরে যাবে।

৪০. ইমাম মাহদী কত বছর সুশাসনের মাধ্যমে পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও শান্তিতে ভরে দিবেন?

উত্তর : সাত বছর।

৪১. দাজ্জাল হত্যা সহ সকল কাজে ঈসা (আঃ)-কে সহযোগিতা করবেন কে?

উত্তর : ইমাম মাহদী।

৪২. ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদীর মধ্যে কে ছালাতে ইমামতি করবেন?

উত্তর : ইমাম মাহদী ছালাতে ইমামতি করবেন এবং ঈসা (আঃ) তাঁর পিছনে মুক্তাদী হবেন।

৪৩. ইয়াজূজ মাজূজ কারা?

উত্তর : আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এমন কিছু শক্তিশালী অদ্ভূত আকারবিশিষ্ট বান্দা যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারো নেই।

৪৪. আল্লাহ ইয়াজূজ মাজূজকে কখন পাঠাবেন?

উত্তর : ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে।

৪৫. তারা কিভাবে আসবে?

উত্তর : তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান হ'তে নীচে দ্রুতবেগে নেমে আসবে।

৪৬. তারা দুনিয়াতে কি করবে?

উত্তর : তারা ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে থাকবে।

৪৭. এমতাবস্থায় ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ কি করবেন?

উত্তর : তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় কামনা করবেন।

৪৮. আল্লাহ ইয়াজূজ মাজূজকে কিভাবে ধ্বংস করবেন?

উত্তর : তাদের ঘাড়ের উপরে বিষাক্ত কীটের আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করবেন।

৪৯. কোন সময় পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না?

উত্তর : পৃথিবীতে একজন তাওহীদবাদী মুমিন বেঁচে থাকতেও ক্বিয়ামত হবে না। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬)*।

পাঠ-৫ : আখেরাত

১. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলবেন?

উত্তর : সরাসরি কথা বলবেন।

২. ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ডাইনে ও বামে কি দেখতে পাবে?

উত্তর : তার আমল সমূহ।

৩. হাশরের মাঠে মানুষের মুখে আল্লাহ কি **করবেন?**

উত্তর : মোহর মেরে দিবেন।

৪. হাশরের ময়দানে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি করবে?

উত্তর : মানুষের হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৫৫)*।

৫. হাশরের ময়দানে মুমিনগণ আল্লাহকে কিভাবে দেখবে?

উত্তর : সরাসরি ও সামনাসামনি স্বচক্ষে দেখবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৫-৫৬)*।

৬. মুমিনের সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক পুরস্কার কি হবে?

উত্তর : আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন।

৭. কারা আল্লাহ্র দর্শনের মহা সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হবে?

উত্তর : কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকগণ।

৮. মীযান অর্থ কি?

উত্তর : দাঁড়িপাল্লা।

৯. মীযান দিয়ে কি করা হবে?

উত্তর : মানুষের ছোট-বড় পাপ ও পুণ্য সূক্ষ্মভাবে ওযন করা হবে।

Contents

১০. শাফা‘আত কয় ধরনের ও কি কি?

উত্তর : তিন ধরনের। যথা : ১. হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলের জন্য। ২. জান্নাতীদেরকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য। ৩. কবীরা গোনাহগার মুমিনদের জন্য।

১১. হাশরের ময়দানে বিভীষিকাময় অবস্থায় মানুষ সুফারিশের জন্য প্রথমে কার কাছে ছুটবে?

উত্তর : আদম (আঃ)-এর কাছে।

১২. আদম (আঃ) কি সুফারিশ করবেন?

উত্তর : না, তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন।

১৩. আদম (আঃ) কি বলে অপারগতা প্রকাশ করবেন?

উত্তর : আদম (আঃ) গাছ হ'তে (ফল) খাওয়ার গোনাহের কথা স্মরণ করবেন, যা হতে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল।

১৪. দ্বিতীয় বার সকল মানুষ সুফারিশের জন্য কার কাছে যাবে?

উত্তর : নূহ (আঃ)-এর কাছে।

১৫. নূহ (আঃ) কি সুফারিশ করবেন?

উত্তর : না, তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন।

১৬. নূহ (আঃ) কি বলে অপারগতা প্রকাশ করবেন?

উত্তর : নিজের কাফের ছেলেকে পানিতে না ডুবানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন, সে কথা স্মরণ করে অপারগতা প্রকাশ করবেন।

১৭. তৃতীয় বার সকল মানুষ সুফারিশের জন্য কার কাছে যাবে?

উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে।

১৮. ইবরাহীম (আঃ) কি সুফারিশ করবেন?

উত্তর : না, ইবরাহীম (আঃ) অপারগতা প্রকাশ করবেন।

১৯. ইবরাহীম (আঃ) কি বলে অপারগতা প্রকাশ করবেন?

উত্তর : ইবরাহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন।

২০. চতুর্থ বার সকল মানুষ সুফারিশের জন্য কার কাছে যাবে?

উত্তর : মূসা (আঃ)-এর নিকট।

২১. মূসা (আঃ) কি বলে অপারগতা প্রকাশ করবেন?

উত্তর : মূসা (আঃ) তাঁর হাতে সংঘটিত এক ব্যক্তির প্রাণনাশের কথা স্মরণ করবেন।

২২. মূসা (আঃ)-এর পর মানুষ সুফারিশের জন্য কার কাছে যাবে?

উত্তর : ঈসা (আঃ)-এর কাছে।

২৩. ঈসা (আঃ) কি সুফারিশ করবেন?

উত্তর : না, ঈসা (আঃ) অপারগতা প্রকাশ করবেন।

২৪. ঈসা (আঃ) কি বলে অপারগতা প্রকাশ করবেন?

উত্তর : আমি এই কাজের উপযুক্ত নই।

২৫. সর্বশেষে সকল মানুষ সুফারিশের জন্য কার কাছে যাবে?

উত্তর : সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে।

২৬. আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন?

উত্তর : হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর।

২৭. সমস্ত মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সুফারিশের জন্য গেলে তিনি কি করবেন?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র দরবারে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন।

২৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুক্ষণ সিজদায় থাকলে আল্লাহ কি বলবেন?

উত্তর : আল্লাহ বলবেন, মাথা উঠাও হে মুহাম্মাদ! বল, শোনা হবে; তুমি কি চাও, দেওয়া হবে; তুমি সুফারিশ কর, কবুল করা হবে।

২৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন কি করবেন?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা উঠিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করে মুক্তির জন্য সুফারিশ করবেন।

৩০. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়বার সিজদায় গিয়ে সুফারিশ করবেন?

উত্তর : তিন বার যাবেন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক গুনাহগার বান্দাকে সুফারিশ করে মুক্ত করবেন।

৩১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চতুর্থবার সুফারিশের প্রেক্ষিতে আল্লাহ কি বলবেন?

উত্তর : আল্লাহ বলবেন, এটা তোমার জন্য নয়; বরং আমার মর্যাদার কসম! যারা অন্তর থেকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' বলবে আমি অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩)*।

৩২. ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান হবে কোন ব্যক্তি?

উত্তর : যে ব্যক্তি খালেছ অন্তরে লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলেছে।

৩৩. ফেরেশতা, অন্যান্য নবী ও মুমিনগণ কি সুফারিশ করতে পারবেন?

উত্তর : ফেরেশতা, অন্যান্য নবী ও মুমিনগণ পৃথক পৃথকভাবে শাফা'আত করবেন আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে।

৩৪. সর্বপ্রথম কাকে শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে?

উত্তর : হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে।

৩৫. কাওছার শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : অজস্র কল্যাণ।

৩৬. হাউযে কাওছার কি?

উত্তর : জান্নাতের একটি নদী, যা আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান করেছেন।

৩৭. হাউযে কাওছারের দুই তীর কিসের তৈরী?

উত্তর : স্বর্ণের।

৩৮. হাউযে কাওছারের গতিপথ কিসের?

উত্তর : মণি-মুক্তার।

৩৯. হাউযে কাওছারের মাটি কেমন?

উত্তর : মিসকের চেয়ে সুগন্ধিময়।

৪০. হাউযে কাওছারের পানি কেমন?

উত্তর : মধুর চেয়ে মিষ্ট ও বরফের চেয়ে স্বচ্ছ *(বুখারী হা/৪৯৬৬)*।

৪১. কারা হাউযে কাওছারের পানি পান করবে?

উত্তর : আল্লাহ্র একনিষ্ঠ মুমিন বান্দাগণ।

৪২. কারা হাউযে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না?

উত্তর : বিদ‘আতীরা।

৪৩. বিদ‘আতীরা হাউযে কাওছারের নিকটে পৌঁছলে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে।

৪৪. হাউযে কাওছারে রাসূল (ছাঃ) বিদ‘আতীদেরকে কি বলবেন?

উত্তর : ‘দূর হও, দূর হও! যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭১)*।

৪৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে কোন তিন জায়গায় খোঁজ করতে বলেছেন?

উত্তর : পুলছিরাত, মীযান ও হাউযে কাওছারে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৫৯৫)*।

৪৬. হাদীছে পুলছিরাতের প্রতিশব্দ হিসাবে কোন কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : জিস্‌র (পুল) ও ছিরাত (রাস্তা) শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯-৮১)*।

৪৭. পুলছিরাত কোথায় পাতা হবে?

উত্তর : হিসাব-নিকাশের পরে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রমের জন্য পুলছিরাত পাতা হবে।

৪৮. সর্বপ্রথম পুলছিরাত অতিক্রম করবে কে?

উত্তর : শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮১)*।

৪৯. পুলছিরাত অতিক্রমের সময় শুধু কারা কথা বলতে পারবে?

উত্তর : শুধু রাসূলগণ।

৫০. পুলছিরাত অতিক্রমের সময় রাসূলগণ কি বলবেন?

উত্তর : আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম (হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখ, নিরাপদ রাখ)।

৫১. মুমিনগণ পুলছিরাতের উপর দিয়ে কিভাবে পার হবে?

উত্তর : কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে।

৫২. কেউ কেউ কিরূপ কঠিন অবস্থায় পুলছিরাত পার হবে?

উত্তর : কেউ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় এবং কেউ জাহান্নামের আগুনে ঝলসানো অবস্থায় পার হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯)*।

৫৩. পুলছিরাতের নীচে জাহান্নামের মধ্যে কেমন আংটা থাকবে?

উত্তর : সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় আংটা থাকবে।

৫৪. সর্বশেষ ব্যক্তি কিভাবে পুলছিরাত পার হবে?

উত্তর : হামাগুড়ি দিয়ে।

পাঠ-৬ : জান্নাত

১. জান্নাতীদেরকে কেমন পানীয় পান করানো হবে?

উত্তর : মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানি, যার মোহর হবে কস্তুরীর।

২. জান্নাতে কেমন কার্পেট থাকবে?

উত্তর : সারি সারি গালিচা ও সুবিস্তৃত কার্পেট।

৩. জান্নাত যখন খালি থাকবে তখন আল্লাহ কিভাবে তা পূর্ণ করবেন?

উত্তর : নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে।

৪. জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী কারা?

উত্তর : দরিদ্র ও মিসকীন।

৫. গরীবেরা ধনীদের কত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে?

উত্তর : ৫০০ বছর পূর্বে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৪৩)*।

৬. জান্নাতের পথ কেমন?

উত্তর : জান্নাতের পথ খুবই কষ্টকর।

৭. জান্নাত কি বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান?

উত্তর : হ্যাঁ। জান্নাত বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান।

৮. জান্নাত বর্তমানে কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : জান্নাতের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলাই অধিক জ্ঞাত।

৯. জান্নাত ও জাহান্নাম কি পূর্ব হ’তে সৃষ্ট?

উত্তর : জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হ’তেই সৃষ্ট *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*।

১০. জান্নাতের ছাদ হিসাবে কি থাকবে?

উত্তর : আল্লাহ্র আরশ *(তিরমিযী হা/২৫৩১)*।

১১. জান্নাত কি চিরস্থায়ী?

উত্তর : হ্যাঁ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার ৪২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১২. সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ কি?

উত্তর : সীমান্তবর্তী কুলবৃক্ষ।

১৩. সীমান্তবর্তী কুলবৃক্ষের ফল কেমন?

উত্তর : পাথরের কলসীর মত।

১৪. সীমান্তবর্তী কুলবৃক্ষের পাতা কেমন?

উত্তর : হাতির কানের মত *(বুখারী হা/২৩০৭)*।

১৫. ইরাকের ফোরাত ও মিসরের নীলনদের উৎসস্থল কোথায়?

উত্তর : জান্নাতে *(বুখারী হা/৩২০৭)*।

১৬. সিরিয়ার সাইহান ও জাইহান নদীর উৎসস্থল কোথায়?

উত্তর : জান্নাতে *(আহমাদ, মুসলিম হা/২৮৩৯)*।

১৭. জান্নাতের সর্ববৃহৎ নদীর নাম কি?

উত্তর : আল-কাওছার।

১৮. তাসনীম কি?

উত্তর : জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যার পানি কস্তুরী মিশ্রিত।

১৯. সালসাবীল কি?

উত্তর : জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যার পানি আদা মিশ্রিত *(দাহর/ইনসান ৭৬/১৭-১৮)*।

২০. জান্নাতের বৃক্ষের কাণ্ড কিসের তৈরী হবে?

উত্তর : স্বর্ণের *(তিরমিযী হা/২৫২৪)*।

২১. জান্নাতের বাগানে নিজের জন্য সংরক্ষিত বৃক্ষ বৃদ্ধির উপায় কি?

উত্তর : সুবহা-নাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আল্লাহু আকবর- তাসবীহ পাঠ করা *(তিরমিযী হা/৩৪৬২; মিশকাত হা/২৩০৪)*।

২২. জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে কে?

উত্তর : শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(মুসলিম হা/১৯৭)*।

২৩. যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযূ করে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করবে তার জন্য কি মর্যাদা রয়েছে?

উত্তর : তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে *(মুসলিম হা/২৩৪; মিশকাত হা/২৮৯)*।

২৪. যে মুসলিম ব্যক্তির ৩টি অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক সন্তান মারা যাবে তার মর্যাদা কি?

উত্তর : সে জান্নাতের ৮টি দরজার যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৬০৪)*।

২৫. জান্নাতের সুগন্ধি কতদূর থেকে পাওয়া যাবে?

উত্তর : ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকে *(ইবনু মাজাহ হা/২৬১১)*।

২৬. জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি কি?

উত্তর : মেহেদী *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২০)*।

২৭. জান্নাতের প্রাপ্ত নে‘মত সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কোনটি হবে?

উত্তর : আল্লাহ্‌র দর্শন *(মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬০৬)*।

২৮. মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে কোথায় রাখা হয়েছিল?

উত্তর : জান্নাতে।

২৯. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবীকে একত্রে কি বলা হয়?

উত্তর : আশারায়ে মুবাশশারাহ।

৩০. জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী কে কে?

উত্তর : (১) আবু বকর ছিদ্দীক (২) ওমর (৩) ওছমান (৪) আলী (৫) আবু উবায়দাহ (৬) আব্দুর রহমান (৭) ত্বালহা (৮) যোবায়ের (৯) সাঈদ এবং (১০) সা‘দ (রাঃ)।

৩১. জান্নাতে শহীদগণের সর্দার হবেন কে?

উত্তর : হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)।

৩২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজের রাতে জান্নাতের মধ্যে কার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?

উত্তর : বেলাল (রাঃ)-এর।

৩৩. সকল উম্মতের মধ্যে জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে কোন উম্মত?

উত্তর : উম্মতে মুহাম্মাদী।

৩৪. উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে কারা?

উত্তর : মুহাজিরদের দল *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৫৩)*।

৩৫. জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা কাদের?

উত্তর : শহীদদের *(ছহীহুল জামে/১১১৮)*।

৩৬. জান্নাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বৃদ্ধদের সর্দার হবেন কে?

উত্তর : আবু বকর ও ওমর (রাঃ) *(তিরমিযী হা/৩৬৬৪-৬৫; মিশকাত হা/৬০৫০)*।

৩৭. জান্নাতে যুবকদের সর্দার কে হবে?

উত্তর : জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার হবেন হাসান ও হুসাইন (রাঃ)।

৩৮. জান্নাতবাসী নারীদের সর্দার কয়জন নারী?

উত্তর : চারজন নারী।

৩৯. জান্নাতবাসী নারীদের সর্দার কে কে?

উত্তর : মারিয়াম, ফাতিমা, খাদীজা ও আসিয়া *(মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৪৮৫৩)*।

৪০. মি'রাজ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : ঊর্ধ্বলোকে গমন।

৪১. মি'রাজ সম্পর্কিত ঘটনা কোন সূরায় উল্লেখ আছে?

উত্তর : সূরা বনী ইসরাঈলে।

৪২. রাসূল (ছাঃ) জান্নাত ও জাহান্নাম কখন দেখেছিলেন?

উত্তর : মি'রাজে গমনের মাধ্যমে।

পাঠ-৭ : জাহান্নাম

১. জান্নাতীদের সংখ্যা বেশী না জাহান্নামীদের?

উত্তর : জাহান্নামীদের।

২. প্রতি হাযারে কতজন জাহান্নামে যাবে?

উত্তর : ৯৯৯ জন।

৩. রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারীর ঠিকানা পরকালে কোথায় হবে?

উত্তর : জাহান্নামে।

৪. ঈসা (আঃ)-এর উম্মতকে কুফরীর কারণে দুনিয়াতে কি শাস্তি দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়েছিল।

৫. মূসা (আঃ)-এর সময় ফেরাউন ও তার সাথীদের দুনিয়াতে কি শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল?

উত্তর : তাদেরকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল।

৬. কোন ব্যক্তি জাহান্নামে নিজের বেরিয়ে আসা নাড়িভুড়ির চারিদিকে ঘুরতে থাকবে?

উত্তর : যে ব্যক্তি মানুষকে ভাল-মন্দ ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ করত, কিন্তু নিজে আমল করত না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

৭. মুনাফিকের মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হ'লে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে কে?

উত্তর : মুনাফিকের দুই উরু, তার গোশত ও হাড্ডি তার আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে।

৮. জাহান্নামে নেতা ও অনুসারীদের সম্পর্ক কেমন থাকবে?

উত্তর : নেতা ও অনুসারীদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে *(বাক্বারাহ ২/১৬৬-১৬৭)*।

৯. জাহান্নামের ফায়ছালা হ'লে শয়তান তার অনুসারীদের কি বলবে?

উত্তর : তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা কর না; বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর *(ইবরাহীম ১৪/২২)*।

১০. অনুসরণীয় ব্যক্তি, নেতা ও শয়তানের কাছ থেকে জবাব পেয়ে জাহান্নামীরা কি করবে?

উত্তর : তারা ক্ষোভে-দুঃখে, লজ্জায় দাঁতে আঙ্গুল কাটবে *(ফুরক্বান ২৫/২৭)*।

১১. জাহান্নামীরা অনুতাপের পর অনুতাপ করে কি বলবে?

উত্তর : হায় আফসোস! যদি আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পথ অবলম্বন করতাম। হায়! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৮)*।

১২. জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মানুষের জন্য মহা প্রতারক কে?

উত্তর : শয়তান *(ফুরক্বান ২৫/২৯)*।

১৩. হাশরের দিন কাদের জন্য বড় হবে?

উত্তর : কাফের ও পাপীদের জন্য।

১৪. হাশরের দিন কাদের জন্য সংক্ষিপ্ত হবে?

উত্তর : মুমিনদের জন্য।

১৫. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা কতদিন জাহান্নামে থাকবে।

উত্তর : তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

১৬. মুমিন ফাসেক ও কবীরা গোনাহগার মুমিনগণ কার শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে?

উত্তর : শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর।

১৭. ফাসেক ও কবীরা গোনাহগার মুমিনগণ শাফা'আতের মাধ্যমে জান্নাতে গেলেও সেখানে তাদেরকে কি বলে ডাকা হবে?

উত্তর : জাহান্নামী *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৪)*।

১৮. ক্রন্দন রত অবস্থায় জাহান্নামীদের চোখ থেকে কি বের হবে?

উত্তর : রক্ত *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৪)*।

১৯. কাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে জাহান্নামে ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন?

উত্তর : মুশরিকদের *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

২০. হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মাদী কত দলে বিভক্ত হবে?

উত্তর : ৭৩ দলে।

২১. বনু ইসরাঈল কত দলে বিভক্ত হয়েছিল?

উত্তর : ৭২ দলে।

২২. উম্মতে মুহাম্মাদীর ৭৩ দলের মধ্যে কত দল জাহান্নামে যাবে?

উত্তর : ৭২ দল *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*।

২৩. কার গাল লোহার সাড়াশি দ্বারা চিরে শাস্তি দেয়া হবে?

উত্তর : মিথ্যাবাদীর।

২৪. কে রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাবে?

উত্তর : সূদখোর।

২৫. কাদেরকে সোনা-রূপা পুড়িয়ে কপালে, পিঠে ও পাঁজরে দাগ দেওয়া হবে?

উত্তর : যারা যাকাত প্রদান করে না তাদের কে।

২৬. টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপ কাদের মুখের দু'পাশে কামড়ে ধরবে?

উত্তর : যারা যাকাত আদায় করে না *(বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪)*।

২৭. মুনাফিকরা কয়টি কাজ করলে মুক্তি পাবে?

উত্তর : ৪টি কাজ।

২৮. মুনাফিকদের মুক্তি পাওয়ার ৪টি কাজ কি কি?

উত্তর : (১) তওবা করা (২) আচরণ সংশোধন করা (৩) আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা (৪) আল্লাহ্‌র জন্য আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করা *(নিসা ৪/১৪৬)*।

পাঠ-৮ : নবী পরিবার

১. উম্মাহাতুল মুমিনীন কারা? তাঁরা কতজন ছিলেন?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীন (অর্থাৎ উম্মতের মাতাগণ) বলা হয়। উম্মাহাতুল মুমিনীন-এর সংখ্যা ছিল ১১ জন। তাঁরা হ'লেন -

(১) খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (২) সাওদা বিনতে যাম'আহ্ (৩) আয়েশা বিনতে আবু বকর (৪) হাফছাহ বিনতে ওমর (৫) যয়নাব বিনতে খুযায়মাহ (৬) যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (৭) জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিছ (৮) উম্মে সালামাহ বিনতে আবী উমাইয়াহ (৯) উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (১০) ছাফিয়াহ বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাব (১১) মায়মূনা বিনতুল হারিছ।

২. রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কতজন স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁদের নাম কি?

উত্তর : দুইজন। (১) খাদীজা (রাঃ) ও (২) যয়নাব বিনতে খুযায়মাহ (রাঃ)।

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একজন মাত্র কুমারী ছিলেন, তার নাম কি? কত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়?

উত্তর : আয়েশা (রাঃ), ৬ বছর বয়সে।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কতজন কুরায়শী ছিলেন এবং কতজন আরবের অন্যান্য গোত্রের ছিলেন?

উত্তর : ৬ জন কুরায়শী এবং ৪ জন অন্যান্য গোত্রের ছিলেন।

৫. মহানবী (ছাঃ)-এর একজন মাত্র অনারব ইয়াহুদী গোত্রের স্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম কি?

উত্তর : ছাফিয়াহ্ বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাব।

৬. রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে দুইজনের মর্যাদা সর্বাধিক, তাঁদের নাম কি?

উত্তর : খাদীজা ও আয়েশা (রাঃ)।

৭. নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে খাদীজার বিবাহের প্রস্তাব দেন এক মহিলা, তার নাম কি?

উত্তর : নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ (খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবী)।

৮. রাসূল (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহের সময় মোহরানা স্বরূপ কি দিয়েছিলেন?

উত্তর : ২০টি উট।

৯. চার খলীফার মধ্যে কোন দুইজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শ্বশুর এবং কোন দুইজন জামাতা ছিলেন?

উত্তর : প্রথম দুইজন শ্বশুর [আবু বকর ও ওমর (রাঃ)] এবং শেষের দুইজন জামাতা ছিলেন [ওছমান ও আলী (রাঃ)]।

১০. রাসূল (ছাঃ)-এর কতজন সন্তান-সন্ততি ছিল?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে ছিল। তন্মধ্যে ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে ছিল খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভজাত এবং সর্বশেষ সন্তান ইবরাহীম ছিল রাসূলের দাসী মারিয়া ক্বিবত্বিয়ার গর্ভজাত।

১১. রাসূল (ছাঃ)-এর ছেলে-মেয়েদের নাম কি ছিল?

উত্তর : ১ম পুত্র কাসেম, অতঃপর পরপর ৪ মেয়ে যয়নব, রুক্বাইয়া, উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা। এরপর খাদীজার গর্ভে সর্বশেষ পুত্র আব্দুল্লাহ। যার লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহের। পূর্বোক্ত সকলেরই জন্ম মক্কায়। অতঃপর সর্বশেষ সন্তান ইবরাহীম-এর জন্ম হয় মদীনায়, দাসী মারিয়া ক্বিবত্বিয়ার গর্ভে। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ৬ সন্তানের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর ৬ মাস পরে কন্যা ফাতেমার মৃত্যু হয়।

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ

পাঠ-১ : বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস

১. প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান জনপদগুলির নাম কি?

উত্তর : বঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, হরিকেল ও সমতট।

২. বাংলার প্রাচীনতম জনপদ কোনটি?

উত্তর : পুণ্ড্র।

৩. বাংলার প্রাচীনতম জনপদগুলির ভাষা কি ছিল?

উত্তর : অস্ট্রিক ভাষা।

৪. বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিলেন?

উত্তর : রাজা শশাঙ্ক।

৫. প্রশ্ন : আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলায় কাদের রাজত্ব ছিল?

উত্তর : মৌর্যদের।

৬. মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

৭. পাল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : গোপাল।

৮. কে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন?

উত্তর : ধর্মপাল।

৯. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহার'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : রাজা ধর্মপাল।

১০. সেন বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন?

উত্তর : হেমন্ত সেন।

১১. লক্ষ্মণ সেনের সময় বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল?

উত্তর : নদীয়া (অন্য নাম নবদ্বীপ)।

১২. কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম বাংলা জয় করেন?

উত্তর : ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী।

১৩. বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন?

উত্তর : লক্ষ্মণ সেন।

১৪. কোন সুলতানের রাজত্বকালে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটে আসেন?

উত্তর : সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে।

১৫. প্রাচীন বাংলার সব জনপদ একত্রে 'বাংলা' নামে পরিচিতি লাভ করে কার আমলে?

উত্তর : সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে।

১৬. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর।

১৭. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ'?

উত্তর : সম্রাট হুমায়ন।

১৮. সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর কে বাংলার শাসক হন?

উত্তর : নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ন।

১৯. কোন যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ (বাংলা) মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়?

উত্তর : রাজমহলের যুদ্ধ।

২০. 'দীন-ই-ইলাহী' নামক ভ্রান্ত ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

উত্তর : সম্রাট আকবর।

২১. সম্রাট আকবরের পুরো নাম কি?

উত্তর : জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর।

২২. আলীবর্দী খাঁ কাকে পরাজিত করে বাংলার নবাব হন?

উত্তর : নবাব সরফরাজ খাঁকে।

২৩. পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

উত্তর : ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন।

২৪. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?

উত্তর : নবাব সিরাজুদ্দৌলা।

২৫. বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কখন হয়?

উত্তর : বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরেজী ১৭৭০ সালে)।

২৬. বাংলার ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : হাজী শরীয়তুল্লাহ।

২৭. হাজী শরীয়তুল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : মাদারীপুর জেলার শামাইল গ্রামে।

২৮. বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন কে?

উত্তর : শহীদ তিতুমীর (সৈয়দ নিসার আলী)।

২৯. মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে কে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে যান?

উত্তর : হাজী মুহম্মদ মুহসিন।

৩০. সিপাহী বিদ্রোহ কবে সংঘটিত হয়?

উত্তর : ১৮৫৭ সালে।

৩১. মুসলিম লীগ (নিখিল ভারত মুসলিম লীগ) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর।

৩২. কার উদ্যোগে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : নবাব সলিমুল্লাহ।

৩৩. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেছিলেন?

উত্তর : শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

৩৪. পূর্ব বাংলার নাম কবে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করা হয়?

উত্তর : ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ।

৩৫. স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় কবে?

উত্তর : ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে।

৩৬. পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নির্বাচিত হন কে?

উত্তর : মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

৩৭. পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

উত্তর : ইস্কান্দার মির্জা।

৩৮. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উত্তর : লিয়াকত আলী খাঁন।

৩৯. বাংলাদেশ কত বছর পকিস্তানের শাসনাধীন ছিল?

উত্তর : ২৪ বছর (১৯৪৭ থেকে ১৯৭১)।

৪০. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উত্তর : খাজা নাজিম উদ্দিন।

পাঠ-২ : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।	১. তাজউদ্দিন আহম্মেদ।
২. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।	২. শেখ মুজিবুর রহমান।
৩. মোহাম্মদ উল্লাহ।	৩. এম. মনসুর আলী।
৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।	৪. শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান।
৫. খন্দকার মোশতাক আহমেদ।	৫. শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান।
৬. বিচারপতি এ.এস.এম সায়েম।	৬. আতাউর রহমান খান।
৭. জিয়াউর রহমান।	৭. মিজানুর রহমান চৌধুরী।
৮. বিচারপতি আবদুস সাত্তার।	৮. ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ।
৯. বিচারপতি এ.এফ.এম আহসানউদ্দিন চৌধুরী।	৯. কাজী জাফর আহমেদ।
১০. লে. জে. হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ।	১০. বেগম খালেদা জিয়া।
১১. বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ।	১১. শেখ হাসিনা।
১২. আবদুর রহমান বিশ্বাস।	১২. বেগম খালেদা জিয়া।
১৩. বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ।	১৩. শেখ হাসিনা।
১৪. এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী।	১৪. শেখ হাসিনা।
১৫. ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার (ভারপ্রাপ্ত)।	
১৬. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ।	
১৭. মোঃ জিল্লুর রহমান।	
১৮. মোঃ আবদুল হামিদ।	

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও আইন-আদালত

১. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?

উত্তর : জাতীয় সংসদ (The House of Nation)।

২. জাতীয় সংসদের প্রতীক কি?

উত্তর : শাপলা।

৩. জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কি নামে পরিচিত হন?

উত্তর : সংসদ সদস্য (সংক্ষেপে এমপি)।

৪. জাতীয় সংসদে আইন পাস হয় কিভাবে?

উত্তর : সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে।

৫. জাতীয় সংসদে যিনি সভাপতিত্ব বা পরিচালনা করেন তাকে কি বলা হয়?

উত্তর : স্পীকার।

৬. জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?

উত্তর : লুই আই কান (মার্কিন নাগরিক)।

৭. জাতীয় সংসদ ভবন কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ঢাকার শেরে বাংলা নগরে।
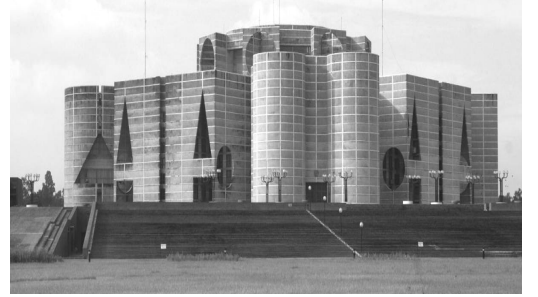
জাতীয় সংসদ

৮. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির ওপর অবস্থিত?

উত্তর : ২১৫ একর বা ছয় শত পঁয়তাল্লিশ বিঘা।

৯. জাতীয় সংসদ ভবন মোট কত তলা বিশিষ্ট?

উত্তর : ৯ তলা বিশিষ্ট।

১০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কে?

উত্তর : রাষ্ট্রপতি।

১১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত?

উত্তর : ৩৫ বছর।

১২. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে?

উত্তর : প্রধানমন্ত্রী।

১৩. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত?

উত্তর : ২৫ বছর।

১৪. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কি?

উত্তর : সুপ্রিম কোর্ট।

১৫. সুপ্রিম কোর্ট কয়টি বিভাগ নিয়ে গঠিত ও কি কি?

উত্তর : ২টি। যথা : ১. আপিল বিভাগ ২. হাইকোর্ট বিভাগ।

১৬. প্রধান বিচারপতি কে নিয়োগ দিয়ে থাকেন?

উত্তর : রাষ্ট্রপতি।

১৭. বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইনজীবীকে কি বলা হয়?

উত্তর : এটর্নি জেনারেল।

১৮. এটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেন কে?

উত্তর : রাষ্ট্রপতি।

১৯. বাংলাদেশের সংবিধানের নাম কি?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ

২০. বাংলাদেশের সংবিধানিক নামের ইংরেজী পাঠ কি?

উত্তর : The People's Republic of Bangladesh.

২১. বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর : ড. কামাল হোসেন।

২২. বাংলাদেশের সংবিধান কখন গৃহীত হয়?

উত্তর : ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর।

২৩. বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক কে?

উত্তর : সুপ্রিম কোর্ট।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক বিষয়ের পরিচয়

১. বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত?

উত্তর : এশিয়া মহাদেশে।

২. কয়টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে?

উত্তর : ২টি। যথা : ১. ভারত ২. মায়ানমার।

৩. বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর : ৫১৩৪ কিলোমিটার।

৪. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর : ১২০ কিলোমিটার।

সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার

৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?

উত্তর : ১২ নটিক্যাল মাইল।

৬. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?

উত্তর : ৩৬৭ কিলোমিটার।

৭. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা কোনটি?

উত্তর : কক্সবাজার।

৮. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলা কোনটি?

উত্তর : টেকনাফ, কক্সবাজার।

ছেড়াদ্বীপ, কক্সবাজার

৯. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন কোনটি?

উত্তর : সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার।

১০. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান কোনটি?

উত্তর : ছেড়াদ্বীপ, কক্সবাজার।

১১. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা কোনটি?

উত্তর : পঞ্চগড়।

১২. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা কোনটি?

উত্তর : তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

১৩. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান কোনটি?

উত্তর : বাংলাবান্ধা, পঞ্চগড়।

১৪. বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের জেলা কোনটি?

উত্তর : বান্দরবান।

চা বাগান, পঞ্চগড়

১৫. বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের উপজেলা কোনটি?

উত্তর : থানচি, বান্দরবান।

১৬. বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের জেলা কোনটি?

উত্তর : চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১৭. বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের উপজেলা কোনটি?

উত্তর : শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

সোনা মসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

১৮. বাংলাদেশের সীমানা কি?

উত্তর : উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

১৯. বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের কোন প্রদেশ রয়েছে?

উত্তর : পশ্চিমবঙ্গ।

২০. বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমানা কি?

উত্তর : বঙ্গোপসাগর।

২১. বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা কয়টি?

উত্তর : ৩২টি।

বঙ্গোপসাগর

২২. শুধুমাত্র ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কয়টি?

উত্তর : ৩০টি।
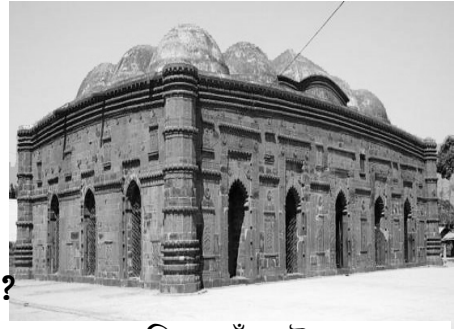
২৩. মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের কয়টি জেলার সীমানা রয়েছে?

উত্তর : ৩টি। যথা : রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার।

২৪. ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে বাংলাদেশের কোন জেলার সীমান্ত সংযোগ রয়েছে?

উত্তর : রাঙ্গামাটি।

২৫. সীমান্তবর্তী কোন কোন জেলার সঙ্গে ভারতের কোন সংযোগ নেই?

উত্তর : বান্দরবান ও কক্সবাজার।

২৬. বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই?

উত্তর : বরিশাল বিভাগ।

২৭. বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে মায়ানমারের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে?

উত্তর : চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম বন্দর

২৮. আয়তনে বাংলাদেশের বড় বিভাগ কোনটি?

উত্তর : চট্টগ্রাম।

২৯. রাজশাহী বিভাগে মোট কতটি জেলা আছে?

উত্তর : ৮টি।

৩০. আয়তনে বাংলাদেশের ছোট বিভাগ কোনটি?

উত্তর : সিলেট।

৩১. সিলেট বিভাগে কতটি জেলা আছে?

উত্তর : ৪টি।

লালবাগ কেল্লা, ঢাকা

৩২. জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় বিভাগ কোনটি?

উত্তর : ঢাকা।

৩৩. ঢাকা বিভাগে কয়টি জেলা আছে?

উত্তর : ১৭টি।

৩৪. খুলনা বিভাগের মোট জেলার সংখ্যা কত?

উত্তর : ১০টি।

Contents

৩৫. চট্টগ্রাম বিভাগের মোট জেলার সংখ্যা কত?

উত্তর : ১১টি।

৩৬. বরিশাল বিভাগের মোট জেলার সংখ্যা কত?

উত্তর : ৬টি।

৩৭. রংপুর বিভাগের কয়টি জেলা আছে?

উত্তর : ৮টি।

তাজহাট জমিদার বাড়ী, রংপুর

৩৮. আয়তনে বাংলাদেশের বড় জেলা কোনটি?

উত্তর : রাঙামাটি।

৩৯. আয়তনে ঢাকা বিভাগের বড় জেলা কোনটি?

উত্তর : ময়মনসিংহ।

৪০. আয়তনে চট্টগ্রাম বিভাগের বড় জেলা কোনটি?

উত্তর : রাঙামাটি।

৪১. আয়তনে বরিশাল বিভাগের বড় জেলা কোনটি?

উত্তর : ভোলা।

ঝুলন্ত ব্রীজ, রাঙামাটি

৪২. আয়তনে খুলনা বিভাগের বড় জেলা কোনটি?

উত্তর : খুলনা।

৪৩. আয়তনে সিলেট বিভাগের বড় জেলা কোনটি?

উত্তর : সুনামগঞ্জ।

৪৪. আয়তনে বাংলাদেশের ছোট জেলা কোনটি?

উত্তর : মেহেরপুর।

ষাট গম্বুজ মসজিদ

৪৫. আয়তনে বাংলাদেশের বড় থানা কোনটি?

উত্তর : শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।

৪৬. আয়তনে বাংলাদেশের ছোট থানা কোনটি?

উত্তর : কোতওয়ালী (ঢাকা)।
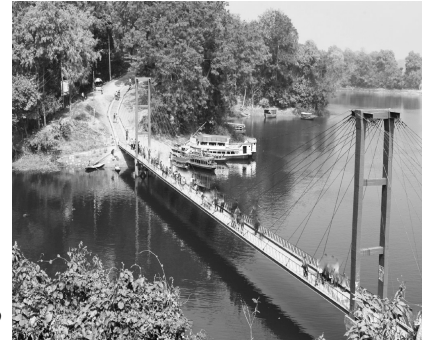
পাঠ-৫ : বাংলাদেশের শিল্প কলকারখানা

১. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে কোন খাত থেকে?

উত্তর : তৈরী পোশাক থেকে।

বস্ত্রকল

২. বাংলাদেশে কয়টি পাটকল আছে?

উত্তর : ৩৪টি।

৩. বাংলাদেশের কয়টি বস্ত্রকল আছে?

উত্তর : ১৪টি।

৪. বাংলাদেশের কয়টি চিনিকল আছে?

উত্তর : ১৪টি।

৫. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কোনটি?

উত্তর : কেরু এণ্ড কোং লি. (দর্শনা)।

৬. বাংলাদেশের সার কারখানা কয়টি?

উত্তর : ৮টি।

পেপার মিল

৭. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোনটি?

উত্তর : যমুনা সার কারখানা।

৮. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাগজকল কোনটি?

উত্তর : কর্ণফুলী পেপার মিল।

৯. কর্ণফুলী পেপার মিল কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায়।

১০. বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা কয়টি?

উত্তর : ৩টি।

১১. বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১২. বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানার নাম কি?

উত্তর : চট্টগ্রাম স্টিল মিল (চট্টগ্রাম)।
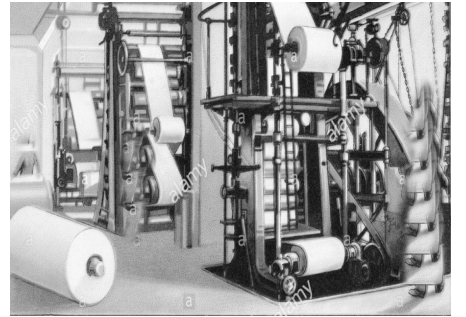
পাঠ-৬ : সমাজের কথা

১. ওয়ার্ড কিভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : কয়েকটি পাড়া বা মহল্লা নিয়ে একটি ওয়ার্ড গঠিত হয়।

২. ইউনিয়ন কিভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়।

৩. থানা কিভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি থানা গঠিত হয়।

৪. জেলা কিভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : কয়েকটি থানা বা উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত হয়।

৫. বিভাগ কিভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি বিভাগ গঠিত হয়।

৬. ওয়ার্ডের প্রধানকে কি বলা হয়?

উত্তর : ওয়ার্ড কমিশনার।

৭. ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানকে কি বলা হয়?

উত্তর : চেয়ারম্যান।

৮. থানার প্রধানকে কি বলা হয়?

উত্তর : থানা নির্বাহী অফিসার।

৯. জেলার প্রধানকে কি বলা হয়?

উত্তর : জেলা প্রশাসক (Deputy Commissioner বা ডিসি)।

১০. বিভাগের প্রধানকে কি বলা হয়?

উত্তর : বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner)।

১১. সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে কি বলে?

উত্তর : মেয়র।

১২. রাষ্ট্রপ্রধানকে কি বলা হয়?

উত্তর : প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি।

তৃতীয় অধ্যায় : পৃথিবীর কথা

পাঠ-১ : পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য

১. পৃথিবীর প্রাচীন যুগের সপ্তাশ্চর্যের নাম বল।

উত্তর : পৃথিবীর প্রাচীনযুগের সপ্তাশ্চর্যগুলি হ'ল- ১. মিসরের পিরামিড ২. ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান (ইরাক) ৩. আর্টেমিস টেম্পল বা ডায়ানার মন্দির (তুরস্ক) ৪. রোডস্-এর গ্রিক সূর্যদেবের মূর্তি (ইজিয়ান সাগর) ৫. হ্যালিকারনেসাসের সমাধি মন্দির (তুরস্ক) ৬. জুপিটারের মূর্তি (গ্রীস) ও ৭. আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর (মিসর)।

আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর
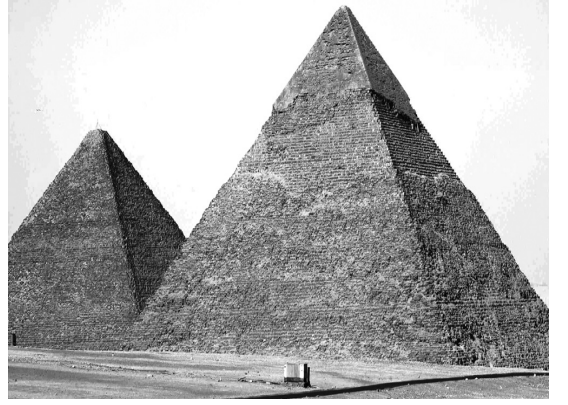
মিসরের পিরামিড

ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান

২. পৃথিবীর মধ্যযুগের যুগের সপ্তাশ্চর্যের নাম বল।

উত্তর : পৃথিবীর মধ্যযুগের সপ্তাশ্চর্যগুলি হ'ল- ১. চীনের মহাপ্রাচীর (চীন) ২. নানজিং-এর চীনামাটির টাওয়ার (চীন) ৩. রোমের কলোসিয়াম (ইতালি) ৪. সেন্ট সোফিয়ার মসজিদ (ইস্তাম্বুল) ৫. ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ মানমন্দির স্তম্ভ ৬. পিসার হেলানো টাওয়ার (ইতালি) ও ৭. আলেকজান্দ্রিয়ার ভূগর্ভস্থ সমাধি (মিসর)।
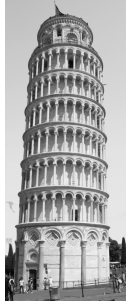
চীনের মহাপ্রাচীর

নানজিং টাওয়ার

রোমের কলোসিয়াম

সোফিয়ার মসজিদ

হেলানো টাওয়ার

৩. আধুনিক যুগের সপ্তাশ্চর্যের নাম বল।

উত্তর : আধুনিক যুগের সপ্তাশ্চর্যগুলি হ'ল- ১. চিচেনইৎজা (মেক্সিকো) ২. স্ট্যাচু অব ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার (ব্রাজিল) ৩. চীনের মহাপ্রাচীর (চীন) ৪. মাচ্চু পিচু (পেরু) ৫. পেত্রা নগরী (জর্ডান) ৬. রোমের কলোসিয়াম (ইতালি) ও ৭. আগ্রার তাজমহল (ভারত)।

চিচেনইৎজা

মাচ্চু পিচু
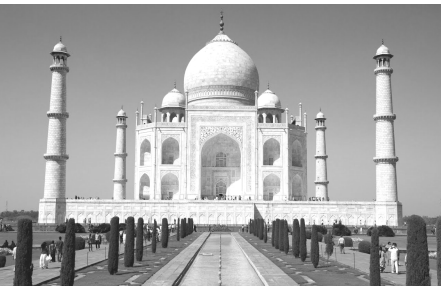
আগ্রার তাজমহল

পেত্রা নগরী

পাঠ-২ : বিভিন্ন দেশ, রাজধানী, মুদ্রা ও ভাষা

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশ সমূহ

দেশের নাম	রাজধানীর নাম	মুদ্রার নাম	ভাষা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডিসি	ডলার	ইংরেজী
কানাডা	অটোয়া	ডলার	ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ
কোস্টারিকা	স্যানজোসে	ডলার	স্প্যানিশ
কিউবা	হাভানা	ডলার	স্প্যানিশ
গ্রানাডা	সেন্ট জর্জেস	ডলার	ইংরেজী
গুয়াতেমালা	গুয়াতেমালা সিটি	কুয়েটসাল	স্প্যানিশ
হাইতি	পোর্ট-অব-প্রিন্স	গুর্দে	ফ্রেঞ্চ
হন্ডুরাস	তেগুচিগালপা	ল্যাম্পিরা	স্প্যানিশ
জ্যামাইকা	কিংস্টন	ডলার	ইংরেজী
মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	পেসো	স্প্যানিশ
নিকারাগুয়া	ম্যানগুয়া	কর্ডোবা	স্প্যানিশ
পানামা	পানামা সিটি	বেলবোয়া	স্প্যানিশ
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশ সমূহ			
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ার্স	পেসো	স্প্যানিশ
বলিভিয়া	লাপাজ	বলিভিয়ানো	স্প্যানিশ
ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	রিয়াল	পর্তুগিজ
চিলি	সান্টিয়াগো	পেসো	স্প্যানিশ
কলম্বিয়া	বোগাতা	পেসো	স্প্যানিশ

Contents

ইকুয়েডর	কিটো	ডলার	স্প্যানিশ
প্যারাগুয়ে	আসুনসিওন	গারানি	স্প্যানিশ
পেরু	লিমা	নিয়েভোসল	স্প্যানিশ
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	পেসো	স্প্যানিশ
ভেনিজুয়েলা	কারাকাস	বলিভার	স্প্যানিশ
ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ সমূহ			
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	ডলার	ইংরেজী
ফিজি	সুভা	ডলার	ফিজিয়ান ও ইংরেজী
নাউরু	ইয়ারেন	ডলার	নাইরুয়ান ও ইংরেজী
নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	ডলার	ইংরেজী ও মাওরি
পালাউ	গ্যারলমাড	ডলার	ইংরেজী ও পালাউয়ান

চতুর্থ অধ্যায় : কম্পিউটার

কম্পিউটারের কথা

১. কম্পিউটার কি?

উত্তর : কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র। কম্পিউটারে তথ্য ধারণ করা যায় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বের করে আনা যায়।

মনিটর

প্রিন্টার

২. কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : হাওয়ার্ড এইকেন, যুক্তরাষ্ট্র।

৩. কত সালে কম্পিউটার আবিষ্কার হয়?

উত্তর : ১৯৩৬ সালে।

৪. প্রিন্টার কি?

উত্তর : কম্পিউটারে সংরক্ষিত বিভিন্ন তথ্য কাগজে ছাপার জন্য যে বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে প্রিন্টার বলে।

৫. কী বোর্ড কি?

উত্তর : কম্পিউটারের সাহায্যে বর্ণমালা ও সংখ্যা লেখার জন্য কতগুলো কী বা চাবি বিশিষ্ট বোর্ডকে কি বোর্ড বলে।

৬. মাউস কি?

মাউস

উত্তর : কম্পিউটারের সাথে যুক্ত ইঁদুরের মত ছোট ডিভাইসকে মাউস বলে।

৭. মনিটর কি?

উত্তর : কম্পিউটারের লেখা বা সংরক্ষিত তথ্য পর্দায় প্রদর্শনের জন্য টেলিভিশনের মত যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে মনিটর বলে।

কম্পিউটার

৮. কম্পিউটারের মূল অংশ কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ২টি। যথা- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার।

৯. কম্পিউটারের সবচেয়ে দরকারী অংশ কোনটি?

উত্তর : মাদারবোর্ড।

১০. স্পীকারের কাজ কি?

উত্তর : স্পীকারের সাহায্যে আমরা শব্দ, কথা ও বিভিন্ন বক্তব্য শুনতে পাই।